www.murchona.com
----
www.MurchOna.com

ভাল মেয়ে, খারাপ মেয়ে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

www.MurchOna.com

কোর্টে বেরোনোর আগে যথারীতি হাঁকডাক শুরু করেছে সমীরণ, ঊর্মি...ঊর্মি...!

প্রথম ডাকেই সাড়া দিল ঊর্মি, আসছিই। এক মিনিট।

—এক মিনিট নয়। এক্ষুনি এসো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঊর্মি আরেকটু গলা চড়াল, যাচ্ছি রে বাবা, যাচ্ছি।

ঊর্মি জানে সমীরণের এ সময়ে ভীষণ তাড়া। তাড়া মানে একেবারে ধুমধাড়াক্কা। ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছুটছে সমীরণ। ঘোড়ায় জিন দিয়ে। কোনওরকমে সকালে এক কাপ চা খেয়েই বাথরুম। বেরিয়েই সোজা নীচে, নিজের চেম্বারে। রোজকার কেসের ব্রিফগুলো উলটেপালটে দেখে নেয় সকালে। বইপত্র ঘাঁটে। পেপারস্ গুছোয়। দ্বিতীয় দফার চা, তৃতীয় দফার চা, খবরের কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট সবই একতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে মণ্টু। অথবা শিবুর মা। অথবা ধনঞ্জয়। ব্রিফ দেখতে দেখতেই সমীরণ খবরের কাগজে চোখ বোলায়।

টাইপিস্টকে ডিকটেশান দিতে দিতে চুমুক দেয় চায়ে। দু-একটা মক্কেলও আসে সকালে, তাদের সঙ্গে টুকটাক কথা সারে। ওপরে ওঠে কাঁটায় কাঁটায় নটায়। এসেই হল্লাগুল্লা। ঊর্মি, আমার শেভিং ক্রিম কোথায় গেল!...ঊর্মি, তাড়াতাড়ি টাওয়েলটা দিয়ে যাও না!... আমার শার্টটায় একটু ইস্ত্রি চালিয়ে দাও তো দেখি! জলদি!...এ কি, আমার জুতো পালিশ করিয়ে রাখোনি আজ!... ঊর্মি! ঊর্মি! ঊর্মি! ঊর্মি যদি একবার ডান দিকে ছোটে, তো একবার বাঁ দিকে। কখনও রান্নাঘরে, তো কখনও বেডরুমে। কখনও ছেলের ঘরে, কখনও খাবার টেবিলে। নিশ্বাস বেঁধে নিয়ে ঊর্মির শুধু ছোটা আর ছোটা। পান থেকে চুন খসলে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দেবে সমীরণ। হাতের কাছে সবকিছু গোছানো না পেলে চিল-চিৎকার জুড়বে এ সময়ে।

স্বভাব।

সুতো পরানো সুচটা ছেলের খাটের ওপরেই ছুড়ে ফেলে দৌড়ে এল ঊর্মি, বাবা রে বাবা। হলটা কী?

—আমার রুমাল কোথায়?

—একদিন তুমি রুমালটাও বার করে নিতে পারো না!

—তুমি কী করছ? এত বার করে ডাকছি!

ছেলের জামায় বোতাম বসাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় আঙুলের ডগায় সুচ ফুটে গিয়েছিল ঊর্মির। এক বিন্দু রক্ত টলটল করছে সেখানে। রক্তটা চুষে নিল ঊর্মি। কৈফিয়তের সুরে বলল, দ্যাখো না টুবলুর কাণ্ডটা! কাল স্কুল থেকে শার্টের সব কটা বোতাম ছিঁড়ে এনেছে। যত বলছি অন্য শার্ট পর তা নয়, ওটাই পরতে হবে। এক্ষুনি লাগিয়ে দিতে হবে বোতাম।

—ডিসগাস্টিং। পলকে সমীরণের মেজাজ তিরিক্ষি আরও, তুমিও বা কী! সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটাই তো ছেলে। তার সব ঠিকঠাক আছে কি না আগে থেকে দেখে রাখতে পারো না? কথাটা বিঁধল ঊর্মিকে। হুল ফোটার মতো। তার বলতে ইচ্ছে হল, তোমার ছেলে যদি স্কুল থেকে ফিরে জামাকাপড় নিজের ওয়াড্রোবে পুরে রেখে দেয়, আমি দেখবটা কী করে! ওইটুকুনি দশ বছরের ছেলে এখন থেকে কী সচেতন নিজেরটা সম্পর্কে! বেমালুম বলে দেয়, আমার কোনও জিনিস তুমি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না তো মা!

কিন্তু এত কথা বলার এখন সময় কোথায়? সমীরণেরও কি শোনার সময় আছে? তা ছাড়া কথা বাড়ালেই তর্ক বাড়ে। সমীরণের এখন মাথা গরম, হয়তো দুমদাম আরও কিছু বলে দেবে। কাজের লোকদের সামনেই। রেগে গেলে কোথায় কখন কী বলছে হুঁশ থাকে না সমীরণের।

বেডরুমের আলমারি থেকে সমীরণকে রুমাল এনে দিল ঊর্মি, আজ এই স্ট্রাইপড শার্টটা পরলে যে

www.MurchOna.com

বড়! এটা পরে তো তুমি কোর্টে যাও না!

প্যাসেজে, বেতের চেয়ারে বসে জুতো পরছে সমীরণ। গম্ভীর মুখে বলল, সন্ধেবেলা একটা পার্টি আছে।

—কোথায়?

—আছে একটা। আমার এক ক্লায়েন্ট দিচ্ছে। উদাসীন উত্তর পলকা ছুড়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে সমীরণ। এক ধাপ নেমে ঘুরে দাঁড়াল, ওহোহ্। কাজের কথাটাই বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম।

—কী?

—সন্ধেবেলা কোনও ক্লায়েন্ট এলে রোববার আসতে বলে দিও।

—রবিবার চেম্বারে বসবে? তুমি না বলেছিলে এই রোববার আমরা একটা শর্ট ড্রাইভে বেরোব?

সমীরণের মুখে এক চিলতে হাসি দেখা গেল এতক্ষণে, বলেছিলাম বুঝি? দেখছই তো হল না। মে বি সাম আদার টাইম। মে বি নেক্সট সানডে। আর হ্যাঁ, এক মহিলাও আসতে পারে। এলে বোলো কাল আমার সঙ্গে কোর্টে দেখা করতে। দুপুরবেলা। অ্যারাউন্ড টু।

ঊর্মির ব্যস্তসমস্ত স্বামী এবার সত্যিই নেমে গেছে। তার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই টুবলুর স্কুলবাস হর্ন দিচ্ছে বাইরে। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে টুবলু। চেঁচাচ্ছে, মা, আজ আমার ক্রিকেট ম্যাচ। আইল বি লিটল বিট লেট টুডে।

সিঁড়ির রেলিং ধরে ঝুঁকল ঊর্মি, লেট মানে? তুই ফার্স্ট ট্রিপে ফিরবি না?

—নাআআ। সেকেন্ড ট্রিপ।

ঊর্মি ছুটে ব্যালকনিতে চলে এল। ছেলের বাসে ওঠা দেখবে। যতক্ষণ না বাস মোড় ঘুরে যায়, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকে ঊর্মি।

অভ্যেস। টুবলু যখন আরও ছোট ছিল, ঊর্মি নীচে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসত ছেলেকে। বাস চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত টুবলু হাত নাড়ত তাকে। টা টা মা। টা টা। আজকাল টুবলু আর ফিরেও তাকায় না। বড় হয়ে যাচ্ছে ছেলে। নিজের মতো করে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। মাকে আর তার তেমন প্রয়োজনই হয় না।

আকাশ আজ অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। গাঢ় নীল মহাশূন্যে, ঊর্মির থেকে অনেক অনেক উঁচুতে, একটা চিল একা একা পাক খেয়ে চলেছে। এত্ত উঁচু দিয়ে উড়ছে চিলটা যে এখান থেকে তাকে একটা কালো বিন্দুর মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে বিন্দুটা স্থির। স্থির বিন্দু হঠাৎই নেমে আসছে নীচে, বাতাসে ভাসছে নিজের খুশি মতো। আবার ইচ্ছে হলে নিথর।

অন্যমনস্ক চোখে ঊর্মি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চিলটাকে। এবার পাখিটা সরে যাচ্ছে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে। ও পাশের বিশাল বহুতল বাড়িটার কাছে এসে দুলল ক্ষণিকের জন্য। তারপর চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ঊর্মিও ফিরল।

বড়সড় ডাইনিং কাম ড্রয়িং হল ঘিরে শোওয়ার ঘর, ছেলের ঘর, গেস্টরুম, কিচেন, বাথরুম, স্টাডি। ঘোরানো সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে নীচে গ্যারাজ, কাজের লোকেদের থাকার ঘর আর সমীরণের প্রকাণ্ড চেম্বার। মাত্র আড়াই কাঠা জমির ওপর ছিমছাম, শৌখিন বাংলো ধাঁচের বাড়ি। নিজের এই বাড়ি দেখে মাঝে মাঝে কেমন যেন বিস্ময় জাগে ঊর্মির। এত সুখ, এত সম্পদ শুধুই তার!

তারই তো। সমীরণ জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে একটার পর একটা বৈভব কিনে দিচ্ছে ঊর্মিকে। উঠিয়ে দিচ্ছে ওপরে। অনেক ওপরে। ওই চিলটার মতো। নিজেও উঠছে। স্পুটনিকের মতো। ওপরে। আরও ওপরে। এই বুঝি মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে গেল! হাইকোর্টের দুঁদে ব্যারিস্টার সুধাংশু গুপ্তর এককালের জুনিয়ার সমীরণ সেন নিজেই এখন আদালতে ঢোকে চার পাশে চার জুনিয়ার নিয়ে। চল্লিশ পেরোতে না পেরোতেই সে সাফল্যের মধ্যগগনে। বছর পাঁচেক আগে বিশিষ্ট এক ব্যবসায়ীকে খুনের মামলা থেকে বার করে এনেছিল সমীরণ, তারই নজরানা সল্টলেকের এই আড়াই কাঠা জমি। বাড়ি অবশ্য সমীরণ নিজেই বানিয়েছে। মনের মতো করে। গাড়িও নতুন কেনার ইচ্ছে ছিল। ইনকাম ট্যাক্সের ঝুট ঝামেলার জন্য ঝুঁকি নেয়নি। জলের দরে পুরনো এক ফিয়াট কিনে যন্ত্রপাতি সব পালটে আমূল বদলে

www.MurchOna.com
নিয়েছে চেহারা।

ঊর্মি লম্বা সোফাটায় বসে গা ছড়িয়ে দিল। রোজই দেয়। সকালবেলাকার ওই উদ্দাম ব্যস্ততা কাটার পর ঝুপ করে অপার শান্তি এখন। অখণ্ড অবসর। কী করবে এখন? ভি সি আর-এ একটা ক্যাসেট চালিয়ে দেখবে বসে বসে? শিবুর মাকে রান্নায় একটু সাহায্য করবে গিয়ে? ফিল্ম ম্যাগাজিন উলটোবে? বিউটি পার্লার থেকেও একবার ঘুরে এলে হয়, দু সপ্তাহ হয়ে গেল ফেসিয়াল করা হয়নি। থাক, তার চেয়ে বরং টেলিফোনে দিদির সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।

ভাবতে ভাবতে ঊর্মি খবরের কাগজটা খুলল একবার। আনমনাভাবে পাতা ওলটাচ্ছে। আইন আদালতের পাতায় এসে চোখ আটকে গেল। বিখ্যাত বার সিংগার মিস রিয়ার কেস হাইকোর্টে!

ঊর্মি সোজা হয়ে বসল। মিস রিয়া মানে সেই মেয়েটা। কোন বারে যেন গান গাইত। গাড়িতে লিফট দেওয়ার নাম করে দুটো ছেলে ধর্ষণ করেছিল মেয়েটাকে। বছর দুয়েক আগে। লোয়ার কোর্টে বেকসুর খালাস পেয়েছে আসামিরা। মামলাটা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল এক সময়ে।

খবরটা ভাসা ভাসা পড়ে ঊর্মি পরের পাতায় চলে এল। সেখানে থেকে তার পরের পাতায়। বিশাল জায়গা জুড়ে এক বিজ্ঞাপন। নতুন একটা ক্রিম বেরিয়েছে বাজারে। হার্বাল। ভারতীয় জড়িবুটির সঙ্গে রহস্যময় চিনা শিকড়বাকড় দিয়ে তৈরি। মাখলে ত্বক আরও উজ্জ্বল হয়, যৌবনে ভাঁটা পড়ে না।

নিজের দু হাতে আলগা হাত বোলাল ঊর্মি। মাত্র পঁয়ত্রিশেই চামড়ায় কেমন খসখসে ভাব। কিনে দেখবে নাকি ক্রিমটা। কাগজ রেখে টেলিফোন করল ঊর্মি। টেলিফোন রেখে টিভি চালাল। শিবুর মাকে অর্ডার দিয়ে কফি খেল এক কাপ। গড়িয়ে গড়িয়ে পার করছে সময়।

কে বলে সুখের সময় হু হু করে কেটে যায়! সময় এখন স্থির। মহাশূন্যের ওই চিলটার মতো।

দুই

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ঊর্মি। বিকেলের দিকে। দুপুরে মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিল একটু। টুকটাক কয়েকটা কেনাকাটা ছিল। কুশন কভার। কিছু মরশুমি ফুলের বীজ, চারা। পরশু দিদির মেয়ের এইট্টিনথ বার্থডে, তার জন্য একটা দামি উপহার।

নতুন এক সেট পরদার কাপড়। কার্তিক মাস ফুরিয়ে এল, এখনও বাতাসে তেমন হিমের ছোঁয়া নেই। ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে পুড়ছিল দুপুরটা। ফিরেই বেডরুমের যান্ত্রিক ঠাণ্ডায় জড়িয়ে এসেছিল ঊর্মির দু চোখ।

ঘুম ভাঙল মণ্টুর ডাকে, মামি, ও মামি...

ঊর্মি চোখ রগড়াল, উঁ?

—কারা যেন এসেছে মামার কাছে। চেম্বারে বসাব?

—ধনঞ্জয় কোর্ট থেকে ফেরেনি।

—না।

—রোববার আসতে বলে দে। তোর মামা আজ বসবে না। কথাটা বলেই ঊর্মি সচকিত হল। নানা ধরনের ক্লায়েন্ট আছে সমীরণের। অনেক প্রভাবশালী লোকও আসে মাঝে মাঝে। কাজের লোকদের দিয়ে তাদের খবর পাঠানো পছন্দ করে না সমীরণ।

গমনোদ্যত মণ্টুকে পিছু ডাকল ঊর্মি, থাক, তোকে কিছু বলতে হবে না। আমি যাচ্ছি। তুই আমার জন্য চায়ের জল বসা। শাড়ির আঁচল গোছগাছ করে চুলে হালকা চিরুনি বুলিয়ে নিল ঊর্মি।

নীচে নেমে আগন্তুকদের দেখে বিস্মিত হল সামান্য। একটি মেয়ে শুকনোমুখে জড়োসড়ো হয়ে সদরে দাঁড়িয়ে। বয়স বড় জোর বছর তিরিশ। তেমন একটা সুন্দরী নয়, তবে আলগা চটক আছে চেহারায়। পরনে বাঁধনি প্রিন্টের সবুজসাদা সালোয়ার কামিজ, সাদা দোপাট্টা। চড়া মেকআপেও চোখের নীচের কালি ঢাকা পড়েনি।

সঙ্গে এক মাঝবয়সি বুড়োটে মানুষ। টিঙটিঙে শরীর। জামাকাপড় যথেষ্ট অগোছালো। কেমন ভিখিরি ভিখিরি।

www.MurchOna.com

ঠিক এই স্তরের মক্কেল তো বড় একটা আসে না সমীরণের কাছে!

মেয়েটিই কথা বলল প্রথমে, সমীরণবাবু আজকে আমাদের আসতে বলেছিলেন।

এই তবে সেই মহিলা! ঊর্মির বিস্ময় বাড়ছিল। সমীরণ তো ফৌজদারি মামলা করে, এদের আবার কী কেস!

মেয়েটার স্বর বেশ রিনরিনে। কথা বললেই যেন মৃদু প্রতিধ্বনি ওঠে বাতাসে।

কৌতূহল চেপে ঊর্মি হাসি ফোটাল মুখে, কিন্তু ওঁর তো আজ ফিরতে দেরি হবে। উনি আপনাদের কাল দুপুর দুটোয় হাইকোর্টে দেখা করতে বলেছেন।

—ও। মেয়েটার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল। পিছন ঘুরে একবার দেখল সঙ্গীকে। আবার ফিরেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

এর পর আর দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা অভদ্রতা হয়ে যায়। ঊর্মি দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, আসুন। ভেতরে এসে বসুন।

দরজার পরে ছোট্ট প্যাসেজ। তার গায়েই প্রকাণ্ড হলঘর। সমীরণের চেম্বার। আগে শুধু হাইকোর্ট পাড়াতেই বসত সমীরণ। ছোট ছোট পায়রার খুপরির মতো কুঠুরিতে। নতুন বাড়িতে ঢুকেই মন ভরে বিশাল চেম্বার সাজিয়েছে। চতুর্দিকে উঁচু উঁচু কাচের আলমারি। যে দিকে তাকাও শুধু মোটা মোটা বই আর আইনের জার্নাল। মাঝে ইয়া এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। নিজের জন্য পুরু গদিঅলা রাজকীয় চেয়ার। নিলামঘর থেকে কেনা। ঊর্মি ঠাট্টা করে বলে সিংহাসন।

বন্ধ ঘরে চাপা ভ্যাপসা গন্ধ ছমছম করছে। ঊর্মি একটা জানলা খুলে দিল। একটু আগেও বাইরে একটা বিকেল ছিল, এখন গাঢ় আঁধার। বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে সামান্য।

ঘরে ঢুকে মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়েছে আড়ষ্টভাবে। এ দিক ও দিক দেখছে।

ভেতর থেকে নিজেই জল নিয়ে এল ঊর্মি। প্রবল তৃষ্ণার্তের মতো এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল মেয়েটা।

জল খাওয়ার ভঙ্গিটি দেখে ভারী মায়া হচ্ছিল ঊর্মির। নরম স্বরে বলল, আর দেব?

মেয়েটা হাসল, না না, ঠিক আছে।

আধবুড়ো লোকটা বসে পড়েছে চেয়ারে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। ঊর্মি জিজ্ঞাসা করল, আপনি জল খাবেন?

—নো। থ্যাঙ্কস। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করেও কী ভেবে রেখে দিল লোকটা, সমীরণবাবুর কি আসতে খুব দেরি হবে? আমাদের তেমন কোনও কাজ নেই, আমরা অপেক্ষাও করতে পারি।

—উনি কিন্তু বলে গেছেন অনেক রাত হবে।

—হুঁ। লোকটার মুখ চকিতে অপ্রসন্ন। ঊর্মির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই মেয়েটাকে বলল, এখন ঠেলা বোঝ। কাল সেই কোর্টে ছুটতে হবে।

মেয়েটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল, অগত্যা।

—এখন তো বলছ, কিন্তু কোর্টে গিয়ে তো কাল গজগজ করবে। আমাকে এ দেখছে! আমাকে ও দেখছে! ওই লোকটা আমাকে টিপ্পনী কাটল...!

মেয়েটাও পলকে ঊর্মির উপস্থিতি ভুলেছে। আড়ষ্টতা ঝেড়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল হঠাৎ,... কী করা যাবে? স্যার যখন যেতে বলেছেন যেতেই হবে।

লোকটা দু হাতে হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়াল, আমার কী। তোমার কেস, তুমিই বোঝো। আমাকে আর এ ব্যাপারে জড়াবে না।

—উঁহুহ্, কত যেন জড়িয়েছ তুমি!

—সে তো এখন বলবেই। বেইমান।

—বেইমান কে? আমি, না তুমি? ডার্টি স্কাম।

—ইউ ডার্টি...ফুঁসছে লোকটা। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।

ঊর্মি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। তার সামনেই এ কী শুরু করেছে দুজনে! মাঝে মাঝেই দিব্যি চোস্ত

www.MurchOna.com
ইংরিজি বলছে, অথচ দুজনেরই শিক্ষা সহবতের যথেষ্ট অভাব। লোকটা প্যান্টশার্টও পরেছে দ্যাখো! দামি, কিন্তু নোংরা চিট। ঝলমল করছে গায়ে। ঠিক যেন ধার করা। অথবা কুড়িয়ে পাওয়া। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোণে চামড়ার ঠুলি। দেখেই বোঝা যায় লোকটা একটা আস্ত মদ্যপ। এদের কথাই কি বলে গিয়েছিল সমীরণ! নাকি এরা অন্য কেউ! ঘরে ডেকে এনে ভুল করল না তো ঊর্মি!

খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই ঊর্মি বলে উঠল, আপনারা কি বসবেন? উনি কিন্তু ফিরবেন না।

মেয়েটার এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরেছে। ঘুরে তাকিয়ে বলল, না না, আমরা যাচ্ছি। আপনি দরজা বন্ধ করে দিন।

বাঁচা গেল। ঊর্মি গ্লাস হাতে বেরিয়ে এল প্যাসেজে। সরে দাঁড়িয়ে বেরোবার জায়গা করে দিচ্ছে দুজনকে।

দরজাতে গিয়েও দাঁড়াল মেয়েটা, আচ্ছা, কাল যদি আমরা এখানে এসে দেখা করি, তা হলে কি স্যারের অসুবিধে হবে?

—সম্ভবত হবে। উনি তো প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া ক্লায়েন্ট মিট করেন না। ঊর্মি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল, আপনারা বরং কোর্টে গিয়েই...। উনি যদি বলেন তখন নয় আসবেন এখানে।

মেয়েটা সঙ্গী নিয়ে চলে গেল।

দোতলায় ফিরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ঊর্মি। উকিল ডাক্তারদের বউ হলে কত রকম চরিত্র যে দেখা যায়! একবার একটা কী রূপবান লোক এল! চকচকে চেহারা! স্মার্ট কথাবার্তা। নিখুঁত সাহেবি অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে! মেয়েরা দেখেই প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য। সে দিনও সমীরণ বাড়ি ছিল না, খাতির করে ঊর্মি বসিয়েছিল লোকটাকে। পরে শুনল লোকটার বিরুদ্ধে নাকি স্মাগলিং-এর চার্জ আছে। আছে নারীহরণের অভিযোগ। ড্রাগ পেডলিং-এরও। ধরা পড়ার আগে আগাম জামিনের চেষ্টা করতে এসেছিল লোকটা। পেয়েও ছিল জামিন। সমীরণই পাইয়ে দিয়েছিল। কেস ফি ছাড়াও একটা সোনার নেকলেস উপহার দিয়েছিল ঊর্মির নাম করে। এখনও অবশ্য কেসটা চলছে, তবে লোকটা আর আসে না এ বাড়িতে।

আজকের মেয়েটা ডাকাত খুনি নয়তো! হতেও পারে। তা হলে ওই সঙ্গী লোকটা কে?

ধুৎতেরি ছাই। যত সব ফালতু ভাবনা। মণ্টু চা রেখে গেছে। ঊর্মি ডাইনিং টেবিলে বসে চায়ে চুমুক দিল। সমীরণের মামলা, ভাবতে হলে সমীরণ ভাববে। ঊর্মি কেন?

চা শেষ করে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিল ঊর্মি। সায়েন্স সাবজেক্টের মাস্টারমশাই এসেছেন, তাঁর কাছে পড়ছে টুবলু। ছেলেকে একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছে সমীরণ। তরুণ শিক্ষকটি টুবলুকে কম্পিউটারও শেখায়। সে আন্দাজে ছেলেটা টাকা খুব বেশি নেয় না। সপ্তাহে দুদিন আসে, মাসে আটশো। রঞ্জনার ছেলেকে শুধু অঙ্ক করাতে পাঁচশো টাকা নেয় টিউটর। রঞ্জনার ছেলে অবশ্য টুবলুর মতো শার্প নয়। ছেলের অঙ্কে সাফ মাথা দেখে সমীরণের খুব ইচ্ছে ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক। ম্যানেজমেন্ট পড়লেও আপত্তি নেই। দরকার হলে সমীরণ বিদেশ পাঠিয়ে দেবে ছেলেকে। আ ফোরেন ডিগ্রি ইজ মাস্ট নাউ! ঊর্মির অবশ্য মনোগত বাসনা অন্য রকম। টাকাপয়সা তো থাকবেই, ছেলে লেখাপড়ার লাইনে থাকলেই বা মন্দ কী! ঊর্মির বাবার মতো যদি প্রফেসার হয় টুবলু! অথবা ঊর্মির মামার মতো সায়েন্টিস্ট! কথাটা শুনলেই সমীরণ এমন খেপে যায়! ভাবলে কী করে, আমার ছেলে ও সব ছেঁদো ফাঁকিবাজির প্রফেশনে যাবে! আমি রোজগার করছি লাখে, হি উইল আর্ন ইন মিলিয়নস।

তাই হোক। টুবলুর বাবা যখন চায়, সেও তো ঊর্মিরই চাওয়া।

ঊর্মিকে যে কানায় কানায় ভরিয়ে রেখেছে, তার চাওয়াকে কি ঊর্মি অমান্য করতে পারে!

অলস মেজাজে ঘণ্টাখানেক টিভি দেখল ঊর্মি। এ সময়ে পর পর কয়েকটা টিভি সিরিয়াল হয়। কোনওটা হাসির। কোনওটা প্রেমের। কোনওটা ডিটেকটিভ। গোগ্রাসে গিলল সিরিয়ালগুলো।

হঠাৎ ঊর্মির খেয়াল হল টুবলুর মাস্টারমশাই চলে গেছেন বহুক্ষণ। অথচ টুবলুর ঘর থেকে কোনও রকম সাড়াশব্দ নেই। হল কী ছেলের! অন্য দিন তো দুদ্দাড়িয়ে বেরিয়ে এসে বসে যায় পরদার সামনে! আজ নিজের প্রিয় সিরিয়ালটার সময়ও গরহাজির!

ছেলের ঘরে এসে আরও নার্ভাস হয়ে গেল ঊর্মি। আলো নেবানো, বিছানায় শুয়ে আছে টুবলু।

www.MurchOna.com
উর্মি ঘরের আলো জ্বালল, কী হয়েছে রে তোর? শরীর খারাপ?

টুবলু নিরুত্তর। আড়াআড়ি হাতে চোখ ঢাকল।

কাছে এসে ছেলের কপালে হাত রাখল উর্মি। নাহ্‌, ঠিকই তো আছে।

উর্মি ছেলের গায়ে হাত বোলাল, স্যারের টাস্ক করে রাখিসনি বুঝি? বকুনি খেয়েছিস?

টুবলু ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল মার হাত, ডিস্টার্ব কোরো না। আমাকে এখন একা থাকতে দাও।

উর্মি হেসে ফেলল। ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে বলে হঠাৎ হঠাৎ বুক চিনচিন করে বটে, আবার দশ বছরের ছেলের মুখে প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ কথা শুনতে ভালও লাগে।

ছেলেকে খেপানোর জন্য উর্মি বলল, তার মানে স্কুলে আজ ঝাড় খেয়েছিস।

—মোটেই না।

—তা হলে টুবলুকুমার ভ্যাবলাকান্ত হয়ে শুয়ে আছে কেন?

—আমার মন ভাল নেই। আই হ্যাভ লস্ট দ্য ম্যাচ।

—এই ব্যাপার? উর্মি হেসে উঠেছে খিলখিল, দূর বোকা, খেলাতে তো হারজিত থাকেই।

—মে বি। কিন্তু আমি কেন লুজিং সাইড হব?

—বারে, কেউ না কেউ তো হারার সাইডে থাকবেই।

—যে খুশি থাকুক। আমার হারতে ভাল লাগে না।

অবিকল সমীরণের স্বর। মামলায় পছন্দসই রায় না পেলে বাড়ি ফিরে এ ভাবেই শুয়ে থাকত সমীরণ। এ ভাবেই কথা বলত। বাপের ধাত পেয়েছে ছেলে। ভাবতে ভাল লাগছিল উর্মির।

তিন

সমীরণ ফিরল রাত এগারোটার পর।

পৃথিবী প্রায় নিঝুম। নতুন গড়ে ওঠা এই অভিজাত অঞ্চলে রাত্রি বড় তাড়াতাড়ি নেমে আসে। নাগরিক সভ্যতা এখানে ভীষণ রকমের নির্জন।

ভি সি আর চালিয়ে একটা নাচগানের ছবি দেখছিল উর্মি।

গুনগুন গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে দোতলায় উঠে এল সমীরণ, কী ব্যাপার, তুমি এখনও শোওনি?

উর্মি হাসল, কবে এ সময়ে শুই মশাই? তুমি কটায় চেম্বার থেকে ওঠো খেয়াল আছে?

—তার মানে আমি আজ আর্লি। বাহ্‌।

কথাবার্তার ধরনেই বোঝা যায় একটু টিপসি আছে সমীরণ। মদ সে কখনওই খুব বেশি খায় না। বাড়িতে থাকলে মেপে এক পেগ। শোওয়ার আগে। স্বাস্থ্যপান। পার্টিফার্টিতে গেলে তিন, মেরে কেটে চার। মাতাল হয় না, তবে এ সব দিনে সমীরণের মেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকে।

সোফায় বসে জুতো খুলছে সমীরণ, টুবলু ঘুমিয়েছে?

—কখন। এতক্ষণে বোধ হয় স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেল। উর্মি পাশে এসে বসল।

—চলো, আমরাও আজ শুয়ে পড়ি।

—এত তাড়াতাড়ি তোমার ঘুম আসবে? রাত বারোটার আগে তো বিছানাতে যাও না কোনওদিন।

—আজ রুটিন ব্রেক। উর্মিকে আলগা জড়িয়ে ধরল সমীরণ। মণ্টু-ধনঞ্জয় এ সময়ে দোতলায় ওঠে না, ছেলেও ঘুমোচ্ছে, একটু উদ্দাম হতে এখন বাধা নেই স্বামী-স্ত্রীর।

সমীরণ আলতো চুমু খেল উর্মির ঘাড়ে, চলো চলো। ঘুম না এলেও, ঘুমের চেষ্টা করতে দোষ কী!

ইঙ্গিতটা বুঝে মুচকি হাসল উর্মি। পেটে তরল পড়লে কামক্ষুধা চাগাড় দেয় সমীরণের। উর্মিও তার জন্য প্রস্তুত। তবু একটু মজা করতে ইচ্ছে হল তার। বলল, যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি সিনেমাটা শেষ করে আসছি।

ঝপ করে উঠে টিভি ভি সি আরের সুইচ অফ করে দিল সমীরণ। হালকা ধমকের সুরে বলল, চলো বলছি। আমার এক্ষুনি তোমাকে চাই।

www.MurchOna.com

সমীরণ এরকমই। যখন যেটা চাই, তক্ষুনি সেটার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠাই তার স্বভাব। সে রুমালই হোক, কি ঊর্মি।

ঊর্মি কপট ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, এমনিতে তো আমার দিকে তাকাতেই চাও না। বিছানায় পড়লে, আর অমনি ভোঁস ভোঁস নাক ডাকা শুরু হল।

—কচকচ কোরো না তো। আমার মুড নষ্ট হয়ে যাবে।

সমীরণের ভালবাসারও ছিরিছাঁদ নেই। রিরংসার মুহূর্তে তার জ্ঞান থাকে না। নিজের দেহে তো কাপড় চোপড় থাকবেই না, ঊর্মির শরীরেও কণামাত্র সুতো রাখতে দেবে না সমীরণ। শিশুর মতো আদর খেতে চাইবে। দস্যুর মতো হামলাবে। বুনো বাঘ হয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করবে ঊর্মিকে।

বিশ মিনিটেই ভোগী পুরুষের বাসনা শেষ। দুঁদে ক্রিমিনাল লইয়ার শুয়ে আছে নিরাবরণ। গায়ে নাইটি চড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল ঊর্মি। পাখাটা এক পয়েন্ট কমিয়ে দিল। রাতে এ সি বন্ধ করে দিতে হয়। রাতভর যান্ত্রিক ঠাণ্ডা সহ্য হয় না সমীরণের।

নীলচে রাতবাতি জ্বলছে। ঘর এখন ভারী মায়াময়। যেন নাইট ল্যাম্পের আলো নয়, চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

ঊর্মি সমীরণের শরীর ঘেঁষে শুল। নিচু স্বরে ডাকল, এই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

সমীরণের নেশা অনেকটা কেটেছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, না। হাত বাড়িয়ে সিগারেট দেশলাইটটা দাও তো।

—বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাবে? ভাল্লাগে না।

—নাক টিপে রাখো। দাও।

আলো আঁধারে ঠুকে ঠুকে দেশলাই জ্বালাল সমীরণ। সিগারেট ধরিয়ে সাইড টেবিল থেকে অ্যাশট্রে বুকে টানল। মায়াবী ঘরে আগুনের ফুলকি লাল হয়ে উঠছে। আবার কেটে যাচ্ছে ছাই হয়ে।

সমীরণের লোমশ বুকে হাত বোলাল ঊর্মি, তুমি যে আমাদের জন্য আরেকটা গাড়ি কিনবে বলছিলে, তার কী হল?

—কিনব। তাড়া কীসের?

—দূর, দুপুরের দিকে মার্কেটিং-এ গেলে আমার খুব অসুবিধে হয়। ফেরার সময়ে বিকেলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। টুবলুও বড় হচ্ছে, ওরও কি আর স্কুলবাসে যেতে ভাল লাগে?

—ছেলেকে জড়াচ্ছ কেন? বলো না, তোমার শখ। ঊর্মির চুলে আঙুল চালাল সমীরণ।

ঊর্মির ভাল লাগছিল। টুকরো টুকরো সুখের মুহূর্ত তো এগুলোই। এ ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে! সুখী বেড়ালের মতো আদরটা খানিকক্ষণ উপভোগ করল ঊর্মি।

তখনই কথাটা মনে পড়ে গেল। লঘু গলায় বলল, তোমার সেই মেয়ে ক্লায়েন্ট সন্ধেবেলা এসেছিল তোমার খোঁজে। কাল দুপুরে কোর্টে যেতে বলে দিয়েছি।

সমীরণ বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। আলগোছে প্রশ্ন করল, কে? রিয়া?

—নাম তো জিজ্ঞেস করিনি। ঊর্মির স্বরে কৌতুক, রিয়াটা আবার কে?

অন্ধকারে হেসে উঠল সমীরণ, রিয়ার নাম শোননি? ফেমাস রিয়া। মিস রিয়া। আরে সেই যে লিডো বারে গান গাইত। রেপড হল।

আশ্চর্য! খবরটা তো আজই কাগজে পড়ছিল ঊর্মি! আর বিকেলে সেই মেয়েই এসেছিল! সমীরণ তারই কেস করছে!

ঊর্মি বিড়বিড় করে বলল, ওই মেয়েটাই তবে রিয়া!

—ইয়েস। সমীরণ এখন আর হাসছে না, রিয়া কি একাই এসেছিল? নাকি সঙ্গে গাদাবোটটাও ছিল?

—কে জানে কী বোট। তবে সঙ্গে একটা লোক ছিল।

—খেঁকুরে মতো? শ্যাবি?

—হ্যাঁ। আধবুড়ো।

—ও তা হলে রিয়াই। লোকটা মিস রিয়ার স্বামী।

www.MurchOna.com

বিস্ময়ের মাঝেও কুলকুল হেসে উঠল ঊর্মি। পঁয়ত্রিশ বছরের দেহে অষ্টাদশীর কল্লোল। হাসতে হাসতে বলল, মিস রিয়ার আবার স্বামী কীগো—

—ও লাইনে ওরকমই হয়। নামের আগে মিস না থাকলে বার হোটেলে গানের আসর জমে না।

ঊর্মি চিত হয়ে শুল, স্বামী হোক আর যেই হোক, লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়। কী বিশ্রী ভঙ্গিতে কথা বলে।

সমীরণ মুহূর্তে টান টান, তোমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছে নাকি?

—না না, আমার সঙ্গে নয়। মেয়েটার সঙ্গেই খুব খারাপভাবে কথা বলছিল। দুজনের ঝগড়া লেগে গিয়েছিল প্রায়। এ ওকে কীট বলে। ও একে বেইমান।

—কেন?

—মনে হয় লোকটা চায় না রিয়া হাইকোর্টে যাক।

—সে তো চাইবেই না। যা হাড়বজ্জাত লোক। এক্কেবারে প্যারাসাইট। হাইকোর্টে আবার কেস চললে রিয়ার পশার যদি মার খায়! সমীরণ শেষ টান দিল সিগারেটে, তবে ও ব্যাটার কিছু করার নেই! কেস তো রিয়ার সঙ্গে নয়, কেস গভর্নমেন্টের সঙ্গে।

—স্টেটের কেসে তুমি এলে কী করে?

—রিয়া আমাকে স্পেশালি অ্যাপয়েন্ট করেছে। আই শ্যাল বি কনটেস্টিং দা কেস অ্যালঙ উইথ স্টেট। সিগারেট নিবিয়ে অ্যাশট্রে সাইড টেবিলে রাখল সমীরণ। ঊর্মির বুকে হাত রেখে বলল, লোকটার রিয়ার ওপর চটার যথেষ্ট কারণ আছে। গভর্নমেন্ট হয়তো যেত না হাইকোর্টে, নেহাত কেসটা এত সেন্সেশনাল হয়ে গেল। মেয়েটাও ওপরমহলে গিয়ে খুব ধরাধরি করেছে। বলতে পারো ওই রিয়ার জন্যই...

—তাই! মেয়েটার তা হলে চরিত্রের জোর আছে বলো! আত্মসম্মান বোধ আছে!

—চরিত্রের জোর! রিয়ার চরিত্র! হাঃ হাঃ! তুমি তো আজ শুধু লিগাল হাজব্যান্ডকে দেখেছ, মেয়েটার মোট কটা স্বামী জানো? এখন যে বারে গান গায়, সে বারের মালিকও তো একটা স্বামী। আরও কতদিকে কত ছড়ানো আছে...

সেকেন্ডের জন্য মেয়েটার মুখ মনে পড়ল ঊর্মির। শুকনো। দুঃখী দুঃখী। প্রসাধনে ঢাকা। চোখের তলায় গাঢ় কালি।

ঊর্মি সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, মেয়েটা নষ্ট?

—গোদা বাংলায় তাই তো বলে।

—তুমি শিওর?

—হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। রিয়া যে একটা থার্ড গ্রেড প্রস্টিটিউট, এ কথা বিশ্বসুদ্ধু সবাই জানে।

ঊর্মি অল্পক্ষণ কী যেন ভাবল। পায়ের কাছে চাদর ভাঁজ করা আছে, টেনে কিছুটা ঢাকল নিজেকে। সমীরণকেও। নিচু স্বরে বলল, জেনেশুনে তুমি এই কেস তবে নিলে কেন?

—নিলাম। মেয়েটা একজনের রেফারেন্সে এসে ধরে পড়ল। আমিও দেখলাম ইটস আ জেনুইন কজ টু ফাইট। সমীরণের স্বরে দিব্যি নির্বিকারভাব, মেয়েটা তো সত্যিই রেপড হয়েছিল। জাস্টিস তো মেয়েটার প্রাপ্যই।

—ওই মেয়ের আবার ধর্ষণ কী? টাকা দিলেই যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়ে...

—নিশ্চয়ই শোয়। কিন্তু নিজের ইচ্ছেয়। তুমি তাকে তা বলে জোর করতে পারো না। টাকা দিয়েও না। ইভন আ প্রস্টিটিউট হ্যাজ দা রাইট টু রিফিউজ। ইন ফ্যাক্ট সেটাই ঘটেছিল। ছেলেগুলো টাকা নাচানো সত্ত্বেও রিয়া ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তখনই ছেলে দুটো গাড়ি থামিয়ে, পার্ক সার্কাস ময়দানের অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে...। মেয়েটা অবশ্য সামান্য ড্রাঙ্ক ছিল। তবে দ্যাট ডাজনট ম্যাটার। ফোর্সিবল সহবাস ইজ রেপ। ছেলেদুটোর তো শাস্তি হওয়াই উচিত। আইউইটনেস রয়েছে, মেডিকেল টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে, বাছাধনরা পালাবে কোথায়?

ঊর্মির কৌতূহল বাড়ছিল। এরকমও হয়.

অবাক স্বরে বলল, লোয়ার কোর্টে তবে ছেলে দুটো ছাড়া পায় কী করে!

www.MurchOna.com

—ওই চরিত্র ব্যাপারটা নিয়েই কোর্টে বেশি টানাটানি হয়েছিল, তাই। ডিফেন্স বলে মেয়েটার ক্যারেক্টার খারাপ ছিল! পাবলিক প্রসিকিউটর বলে মেয়েটা নিষ্কলঙ্ক গৃহবধূ! ব্যস, ওই খারাপ ভালর প্যাঁচে পড়েই কেস গেল কেঁচে। আমি অবশ্য এখনও লোয়ার কোর্টের জাজমেন্টটা ডিটেলে পড়িনি। পড়লে হয়তো কেসের লুপহোলগুলো আরও নিখুঁতভাবে ধরা যাবে।

—তোমার কী মনে হয়? কেসটা জিততে পারবে?

—খাটতে হবে খুব। আ'ইল ট্রাই।

ঊর্মি এবার ফস করে একটা অন্য প্রশ্ন করে বসল, মেয়েটার হাল তো খুব ভাল বলে মনে হল না। ও তোমার ফি-টি দিতে পারবে?

—আমি তো ফি নিচ্ছি না। শুধু ওই কোর্টের খরচা...টাইপ ফাইপ...

ঊর্মি খুশি হল খুব। তবে একটা ঠাট্টা জুড়তেও ছাড়ল না, হঠাৎ এত দয়া? মেয়ে বলে?

—উঁহু। অসহায় মেয়ে বলে। আমি কেসটা টেকআপ করেছি অ্যাজ আ সোশ্যাল সার্ভিস। মেয়েটা যদি জাস্টিস পায়, সেটাই হবে আমার পারিশ্রমিক। কী, কাজটা খারাপ করেছি?

ঊর্মি উত্তর দিল না। স্বামীর বুকে মুখ ঘষল। আহ্, হৃদয় ভরে যাচ্ছে ঊর্মির। কত অকিঞ্চিৎকর মেয়ে ওই রিয়া, জীবনটাও তার খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তবু তার জন্যও সহানুভূতির কপাট খোলা আছে সমীরণের। এখনও। এই ব্যস্ত সময়েও। কে বলে সমীরণ সেন চশমখোর আইনজীবী! যত সব নিন্দুকদের কথা! ঊর্মির স্বামীর মতো স্বামী কটা আছে দুনিয়ায়!

সমীরণ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক রাত অবধি জেগে রইল ঊর্মি। বার বার মেয়েটার মুখ মনে পড়ছিল তার। হালকা তন্দ্রায় ঊর্মি স্বপ্নও দেখল। রোজই দেখে। সবুজ বাগান, মনোরম দোলনা, ঝিরঝিরে নদী, এ সব। আজ স্বপ্নটা একটু অন্য রকম। হায়না, শিশু, জঙ্গল কত কী এল স্বপ্নে। বিশ্রী। নিষ্ঠুর। ভারী অদ্ভুত।

এক-দু'দিন স্বপ্নটা মনে রইল ঊর্মির। তারপর কখন যেন ভুলেও গেল।

ঊর্মি সুখী। ঊর্মি নিশ্চিন্ত।

চার

কয়েক মাস কেটে গেল।

শীত এবার জাঁকিয়ে এসেছিল কলকাতায়, হাড় কাঁপিয়ে চলেও গেল। গোটা শীতকালটা মরশুমি ফুলে ছেয়ে রইল ঊর্মির বাগান। প্রকাণ্ড ডালিয়া, রংবাহার জিনিয়া, পবিত্র চন্দ্রমল্লিকা। তাদের দেখে দেখেই নয়ন ভরে গেল ঊর্মির। মাঘ মাসের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা আচমকা কমে গিয়েছিল, কদিন নিম্ন চাপের বৃষ্টি ঝরিয়ে ফিরে এল হিমেল হাওয়া। সমীরণ টুবলু দুজনেই কাত, পাল্লা দিয়ে কাশছে। ঘঙ ঘঙ ঘঙ ঘঙ। ঊর্মির কদিন ভারী চিন্তা গেল। ফাল্গুন মাস পড়তেই বাতাস রূপ বদলেছে, আবার সব আগের মতো।

সমীরণের ব্যস্ততা বেড়েছে আরও। টুবলু গেঁথে যায় কম্পিউটারের খেলায়। তা থাক, ঊর্মিই বা কী এমন খারাপ আছে! একটা ফুটফুটে লাল মারুতি এসেছে বাড়িতে, তাতে চড়ে বেড়াও যত খুশি। সিনেমা। মার্কেটিং। বিউটি পার্লার। এর বাড়ি। তার বাড়ি। ক্লাব। লেডিজ সার্কল। কিছু না থাকলে অলস হাত পা ছড়িয়ে ঘরে শুয়ে থাকা। একটি মেয়ে সপ্তাহে তিন দিন শরীর দলাইমলাই করে দিয়ে যায় ঊর্মির। সে সময়ে ঊর্মি বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা উলটে সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে। সোনালি সমুদ্রতট। পাহাড়ে সূর্যাস্ত। নীল আলোমাখা মায়াময় ভোর।

প্রকৃতিও রুটিন মতো সাজছে নতুন নতুন সাজে। বাতাস শীতল থেকে মধুর হল। মধুর থেকে তপ্ত। তা তাতেই বা ঊর্মির কী এল গেল! ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসটাও এ বছর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছে সমীরণ। দুটো গাড়িতেই এসি মেশিন।

একদিন বিকেলে বাপের বাড়ি গেল ঊর্মি। প্রায়ই যায়, কিন্তু আজকের যাওয়াটা একটু অন্য রকম। নতুন বাংলা বছর আসছে, এ সময়ে বাবা মাকে কিছু দিতেথুতে হয়। নিয়ম নয়, ঊর্মি তৃপ্তি পায় দিয়ে।

www.MurchOna.com

বাপের বাড়ি এসে ঝাঁপি খুলে বসল ঊর্মি। বাবার জন্য মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি কিনেছে, মা-র জন্য সাদা জমির ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। দাদার ছেলেমেয়ের জন্যও জামাকাপড় এনেছে। হাল ফ্যাশানের। চটকদার।

ঊর্মি এ বাড়ি এলেই খুশির প্লাবন বয়ে যায়। বাবা এক কালের অধ্যাপক মানুষ, এখনও লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। অপ্রস্তুত মুখে তিনি বললেন, এটা আবার আনতে গেলি কেন? এই বয়সে কি আর এত মিহি পাঞ্জাবি মানায়!

মা বলল, এখন আর তেমন কোথায় বেরোই রে? এত দামি শাড়ি নিয়ে কী করব!

ঊর্মি ছদ্ম ধমক দিল দুজনকেই, কোনও কথা নয়। যা কিনে এনেছি, তা তোমাদের পরতেই হবে। এক্ষুনি।

তো ধনী মেয়েকে বাবা মা-ও সমীহ করে। সেজেগুজে সঙের মতো দাঁড়াল দুজনে। এটা সেটা কথার মাঝে সমীরণের কথাও উঠে পড়ল বার বার।

বউদি গদগদ স্বরে বলল, সমীরণের তো আজকাল খুব নাম দেখছি কাগজে!

বাবা বলল, সামনের বাড়ির তুলসীবাবু দেখা হলেই বলেন, আপনার জামাই তো মশাই এখন পাবলিক ফিগার।

মা বলল, রিয়া মেয়েটার জন্য কী লড়াই না লড়ছে ছেলেটা!

আগেও বলেছে, আজও বলল ঊর্মি—এই কেসটার জন্য ও কিন্তু কোনও টাকা নিচ্ছে না বাবা। শুধু একটা অন্যায় হয়েছে বলে লড়ে যাচ্ছে তোমার জামাই।

বাবা হাসছে মিটিমিটি, তোর জন্য আমি ছেলে পছন্দ করতে ভুল করিনি, কী বল? টাকা তো অনেকেই কামায়, অমন মন থাকে কজনের!

ঊর্মি স্তুতিটুকু প্রসাধনের মতো মেখে নিল গায়ে।

হাসিমুখে বলল, এখন ভালয় ভালয় কেসটা জিতলে হয়। বিশ্বাস করবে না, এই কেসের জন্য রাত জেগে কত পড়াশুনো করছে ও। জুনিয়াররা লাইব্রেরি ঘেঁটে ঘেঁটে বই আনছে, আর তোমাদের জামাই খুঁটে খুঁটে পয়েন্টস জোগাড় করছে। কত শত কেস যে ঘাঁটা হয়ে গেল।

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। সমীরণ এই কেস নিশ্চয়ই জিতবে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

আহা! তাই যেন হয়।

ভরা বুকে বাড়ি ফিরছে ঊর্মি। হঠাৎ রাস্তার একদিকে চোখ পড়ে গেল। হাতিবাগানের ফুটপাতে গিজগিজে চৈত্র সেলের ভিড়, তার মধ্যে একটু ফাঁকায় ওই মেয়েটা কে!

ঊর্মি গাড়ি থামাল। কাচ নামাল। হুঁ, রিয়াই। রিয়া।

রিয়াও দেখেছে ঊর্মিকে। দ্বিধান্বিত চোখে তাকাচ্ছে।

ড্রাইভারকে দিয়ে রিয়াকে ডাকাল ঊর্মি। অবলীলায় তুমিতে নেমে এল, চিনতে পারছ?

রিয়া ঘাড় নাড়ল, আপনি তো স্যারের মিসেস!

—মনে আছে?

—থাকবে না!

ঊর্মির তখনই মনে পড়ল মেয়েটা সেই যে একবার এসে ফিরে গিয়েছিল, তার পর আর কখনও সল্টলেকের বাড়িতে আসেনি।

আলগাভাবে ঊর্মি বলল, তুমি আর আমাদের ওখানে আস না তো?

রিয়া হাসল আলতো। উত্তর দিল না।

—তোমার বাড়ি কি এ দিকে?

—এই তো কাছেই। বাগমারি।

—তুমি কি বাড়ি ফিরবে? আমি তোমাকে এগিয়ে দিতে পারি।

অল্প ইতস্তত করে গাড়িতে উঠে পড়ল রিয়া। শেষ বিকেলে দিনের তাপ কমেছে খানিকটা, তবু কাচটা তুলে দিল ঊর্মি। এসিটা চলুক।

গাড়ি চলছে। মোড়ের মাথায় ভীষণ জ্যাম, শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি।

www.MurchOna.com

আলস্যমাখা কৌতূহল নিয়ে ঊর্মি দেখছিল মেয়েটাকে। রিয়া শাড়ি পরেছে আজ। সিন্থেটিক। ঘাড়ের ওপর চুল চুড়ো করে বাঁধা। তেমন মেকআপও নেই। প্রসাধনবিহীন মুখটা বেশ টলটলে লাগছে।

ঊর্মি কথা শুরু করল, তুমি তো ভাল গান কর, তাই না?

—ওই এক রকম। রিয়া মৃদু হাসল, কে আর আমার গান শোনে!

—কেন? কত লোকে শোনে...

—নাআ ম্যাডাম। বার হোটেলে কে আর গান শুনতে যায়!

ঊর্মি একটু চুপ থেকে বলল, তুমি কি গান শিখেছিলে?

—আমার বাবা ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার ছিলেন। তেমন নামী নয়, তবে তাঁরও কিছু ছাত্রছাত্রী ছিল। সে দিন আমার সঙ্গে যাকে দেখলেন, সেও তো আমার বাবার ছাত্র।

—তোমার স্বামী?

—হুঁ। স্বামী। সুব্রত। বলেই রিয়া ঘুরে বসেছে ঊর্মির দিকে, আপনার সামনে আমরা সে দিন বিশ্রী ঝগড়া করে ফেলেছিলাম।

ঊর্মি কিছু বলল না।

—আমার পরে খুব খারাপ লেগেছিল। রিয়া সামান্য উদাস, কী করব, ওটাই যে অভ্যেস হয়ে গেছে।

লোকটার চেহারা মনে পড়ল ঊর্মির। ক্ষয়াটে অপরিচ্ছন্ন। বুড়ো বুড়ো। ফস করে প্রশ্ন করে ফেলল, অনেকটা সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে, তোমার স্বামী করেন কী?

—কেন, আপনি জানেন না ম্যাডাম? স্যারের মুখে শোনেননি?

—রোজগারপাতি ভাল নয় শুনেছি।

রিয়ার চোয়াল মুহূর্তে কঠিন, ভাল নয় কথাটা ভুল। কিস্যু করে না। ঘর থেকে একদিন ভাঙিয়ে এনেছিল, এখনও ভাঙিয়ে ভাঙিয়েই খাচ্ছে। গিলছেও বলতে পারেন। চেহারাটা দেখেননি? মরকুটে ঝিরকুটে। কে বলবে আমার থেকে মাত্র আট বছরের বড়! বোতল টেনে টেনে ওই হাল।

কী কাঠ কাঠ কথা রে বাবা! ঊর্মি শিহরিত হচ্ছিল। মুখের রাখঢাকও নেই। শুনলেই কেমন কান ঝাঁ ঝাঁ করে।

ঊর্মিও একটু টেরিয়া হল, ড্রিঙ্ক তো তুমিও করো। করো না?

রিয়া ঈষৎ চমকাল যেন। ঝাঁঝালো মুখ মিইয়ে গেল সামান্য।

বলল, করি। স্ট্রেন হয়, সেই জন্য করি। জোর করে অভ্যেসটা ধরিয়ে দিয়েছে বলে করি।

—কে ধরিয়েছে? স্বামী?

—শুধু স্বামী কেন, যাদের সঙ্গে ওঠাবসা তাদের ইচ্ছেটাও তো মানতে হয়। তবে অন্যের রোজগার ভাঙিয়ে খাই না, নিজে আর্ন করে খাই। আমার খাওয়ার সঙ্গে সুব্রতর খাওয়ার তুলনা! সুব্রতর লিভারের ট্রিটমেন্ট করাতে প্রতি মাসে আমার কত খরচ হয় জানেন? তার ওপর বাবুর কত ফপিশনেস। দামি জামা চাই। দামি জুতো চাই। এখন অবশ্য আহ্লাদ সব ঘুচিয়ে দিয়েছি।

এত কথা বলছে কেন রিয়া! প্রায় অচেনা ঊর্মির কাছে! ঊর্মি তার ল-ইয়ারের বউ, তাই? নাকি সমীরণ বিনা পয়সায় কেস করে দিচ্ছে বলে গাওনা গাইছে?

ঊর্মি রুক্ষ হল সামান্য, স্বামী যখন ওইরকম, তখন তার সঙ্গে তোমার থাকার দরকারটা কী? তুমি স্বাধীন, তোমার স্বাধীন রোজগার আছে—

রিয়া বড় করে একটা নিশ্বাস নিল, ছেড়েই তো দিতাম। কিন্তু ওই যে, মেয়েমানুষ হওয়ার জ্বালা। প্রকৃতি আগেই ঘা মেরে রেখেছে।

ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না কথাটা। বলল, মানে?

মানে একটাই। সন্তান। মেয়ে।

তোমার মেয়ে আছে নাকি?

দশ বছর ধরে সংসার করছি, ছেলেমেয়ে থাকবে না ম্যাডাম! মেয়ের জন্যই তো হাতিবাগানে

www.MurchOna.com

এসেছিলাম। জামা কিনতে। সেই মেয়ে আবার বাবার খুব ন্যাওটা।

মিস রিয়াও মা! সন্তানের জন্য জামা কেনে! ঊর্মি তার সুখী চিন্তা দিয়ে মেলাতে পারছিল না ব্যাপারটা।

খানিকটা গার্জেনি ঢঙে বলল, যতই ন্যাওটা হোক, মেয়ের কথা ভেবেই তো তোমার তাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত।

—কী যে বলেন! কেমন করে যেন হাসল রিয়া, মেয়েরা স্বাধীন হোক, কি না হোক, বাঁচতে গেলে তাদের চিরকালই একটা ঢাল লাগে। তা সে স্বামীই হোক, বাপই হোক, ছেলেই হোক বা হাফ স্বামী। আমরা মা মেয়ে যদি আলাদা বাসা ভাড়া করি, সেখানে যে মোচ্ছব লেগে যাবে। এখন তো তাও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে রিলেশান, তখন কতজন যে ফ্রি রাইট চাইবে। মাঝখান থেকে মেয়েটাও...

—এখনই বা তোমার মেয়ে ভাল শিক্ষাটা কী পাচ্ছে? ঊর্মি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—সে তার কপাল। আমি কেন তাকে আরও খারাপ দিকে ঠেলব! তার পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করেছি, এর পর সে কী হবে, সেটা তার ব্যাপার। আমার বাবা তো প্রায় সাধুসন্ত মানুষ ছিলেন, তা বলে আমার জীবন কি সাধুসন্তর মতো হয়েছে? তাও তো আমি তার মতো শুধু জন্ম দিয়ে কর্তব্য সারিনি।

অনেকক্ষণ ধরে ঊর্মি যে কথাটা বলবে বলবে করছিল, সেটাই এবার বেরিয়ে এল মুখ থেকে, তোমার মুখে তো কিছুই আটকায় না দেখছি!

—আটকাবে কী করে! আমরা তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে পাইনি! বাবার আড়াল, স্বামীর আড়াল, ভাইয়ের আড়াল, ও সব আমাদের কোথায়! খোলামেলা আছি, খোলামেলা কথা বলে ফেলি। আপনি কি রাগ করছেন ম্যাডাম?

ঊর্মি কেমন নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বাদ পাচ্ছিল। বলল, না না, বলো বলো।

রিয়া চলন্ত গাড়ির বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। কালো কাচের ওপারে সাঁঝবেলা আঁধার হয়ে গেছে, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। একটা সরকারি বাস খারাপ হয়েছে সামনে, গাড়ি একেবারে অনড়। ঊর্মির ড্রাইভার একবার অধৈর্যভাবে রাস্তা দেখছে, একবার পিছনের মেমসাহেবকে।

রিয়া সিটে শরীর ছেড়ে দিল, আমি মাঝে মাঝে একটা কথা ভাবি ম্যাডাম। সুখী গৃহবধূ হয়েই বা কী লাভ হত! সারাদিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে দুটো ভাত পেতাম। নয়তো রাতে কারও ইচ্ছাপূরণের বিনিময়ে। এ জীবনের সঙ্গে তার কী বা তফাত! একটাতে সমাজের সায় আছে, আরেকটাতে সায় নেই। নেইই বা বলি কী করে! যারা আমাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে চায়, তারাও তো এই সমাজেরই লোক। কারও দাদা। কারও ভাই। কারও বাবা।

ঊর্মির বাকরোধ হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয়! ভদ্র মেয়েদের দিকে অশালীন ইঙ্গিত করছে। এক্ষুনি ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে গাড়ি থেকে!

কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় ঊর্মির গলা কেঁপে গেল, প্রেম ভালবাসা কাকে বলে তুমি বোঝ? স্বামীরা কত ভালবাসতেও পারে স্ত্রীকে, তা জানো?

—জানি ম্যাডাম। বুঝতেও পারি। রিয়া চোখ বুজেছে আচমকা, ওই যে লোকটাকে এতক্ষণ গালাগাল দিলাম, আমার স্বামী, আমি ছেড়ে দিলে ও মনের দুঃখে মরেই যাবে। উপায় ছিল না, লোভও ছিল, তাই এক সময়ে আমাকে প্রায় জোর করেই...। আর এখন সেই যন্ত্রণাতেই আরও বেশি মদ গেলে। এই যে লোকটার আমার ওপর জোর ফলানোর আজ আর সাহস নেই, আমি এত হ্যাকথু করি তাও আমার পিছন পিছন লু লু করে ঘুরে বেড়ায়, একে কি আপনি প্রেম বলবেন না ম্যাডাম?

ঊর্মির শীত শীত করছিল। বুকের ভেতরে, অনেক ভেতরে ছোট্ট মতো কী যেন একটা কাঁপছে।

রিয়া বিড় বিড় করে বলল, এই যে আমি কেসটা লড়ছি, এত স্ক্যান্ডেল হল আমাকে নিয়ে, এই যে কোর্টে আমাকে এত নোংরা নোংরা জেরা করা হয়েছিল, বলতে পারেন আরও নাঙ্গা করে দেওয়া হল আমায়, এটাই বা আমার স্বামী সহ্য করতে পারল কই! রেগে গিয়ে গালাগাল করে আমাকে। আবার কাঁদেও মাঝে মাঝে। এও তো সত্যি ম্যাডাম।

ঊর্মি অস্ফুটে বলল, তার পরও তুমি কেসটা চালিয়ে যেতে চাইলে?

—না চাইলে যে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যেতাম ম্যাডাম। জানেন, যারা আমার ওপর

www.MurchOna.com

অত্যাচার করেছিল তারা কে? আমার একদম ছোটবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, হাত ধরে নেচেছি, পাড়ার ফাংশানে একসঙ্গে গান গেয়েছি...। ওরাও আমাকে মেয়েমানুষ ভেবে ফেলল! মেয়ে হয়ে জন্মানোর কি একটাই মানে ম্যাডাম? একটা মাংসের তাল? কোনও অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে তার অন্য কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারবে না? যদি তাই হয়, তবে আমি ওদের নরকেই পাঠাতে চাই।

গাড়ি এগোচ্ছে। গতি বাড়ল। মেয়েটা নেমে গেল নিজের জায়গায়। এক সময়ে পথও ফুরোল।

নীড়ে ফিরে এসেছে ঊর্মি।

ড্রাইভার দরজা খুলে ডাকল, মেমসাব।

ঊর্মির নামতে ইচ্ছে করছিল না গাড়ি থেকে। বসে আছে চোখ বুজে।

ড্রাইভার আবার ডাকল, মেমসাব। আমরা এসে গেছি।

পাঁচ

পার্টি জমে উঠেছে।

ঊর্মির গোটা দোতলা জুড়ে সুরার বান ডেকেছে আজ। হুইস্কি জিন ভদকা রাম শেরি শ্যাম্পেন টলটল করছে স্বচ্ছ পানপাত্রে। নেভি ব্লু রঙের বালুচরি সিল্ক পরেছে ঊর্মি, শাড়ি জুড়ে রামসীতার কাহিনী। আজকের উৎসবের মধ্যমণি সমীরণের পরনে বার্লিংটনের স্যুট। স্টিরিওতে নরম একটা বিদেশি বাজনা বেজে চলেছে, অতিথি অভ্যাগত অনেক নারীপুরুষেরই অল্প অল্প দুলছে পা। জ্যৈষ্ঠের তাপ থমকে আছে বন্ধ জানলার গায়ে গায়ে।

সমীরণের তিন বন্ধু গ্লাস তুলে ধরল, চিয়ার্স।

ব্যারিস্টার মুখার্জি সস্ত্রীক এসেছেন। জোরে জোরে হাত ঝাঁকাচ্ছেন সমীরণের, খেল দেখালে ব্রাদার। নিয়ারলি ইমপসিবল কেসটা পুরো টার্ন করিয়ে দিলে।

অ্যাডভোকেট দীপেন বসু চুকচুক শব্দ করল, ছেলে দুটোর পানিশমেন্ট একটু বেশি হয়ে গেল না! সাত বছর! দ্যাট টুউ রেপিং আ হোর!

অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর মণ্ডল কালচে পানীয়ে চুমুক দিল, যাই বলুন দীপেনদা, বেশ্যাকে রেপ করেছিল বলেই সমীরণ এত ফেমাস হয়ে গেল।

—আরে, সমীরণ রেপ করেছে কোথায়? করেছে তো ছেলেগুলো। হা হা হা হা।

সীমা চিকলিয়া ঝাঁপিয়ে এল কোত্থেকে, বেশ্যা বেশ্যা করছেন কেন? শি ইজ আ বার সিঙ্গার। বার সিঙ্গার হলেই খারাপ মেয়ে হয় না।

—ওই হল। ওই রিয়া মেয়েটা আদতে কী?

—নো, আই অবজেক্ট। আপনি বার সিঙ্গারদের সম্পর্কে এ ধরনের কমেন্ট করতে পারেন না। দিস ইজ আনএথিকাল। শুধু মেয়ে বলেই...

—ডোন্ট বি সো ফেমিনিস্ট সীমা।

—এগেন আই অবজেক্ট। আমি ফেমিনিস্ট নই। আপনার ল্যাংগুয়েজের ইনটেনশন ভাল না।

তালেগোলে গণ্ডগোল বাধার জোগাড়। সমীরণই এগিয়ে এসে হাল ধরল, ওয়েল। শব্দের ব্যাপারে আমরা একটা রফা করতে পারি। আমার ক্লায়েন্টকে তো একটা মেয়েমানুষ বলা যেতেই পারে। মেয়েও বলা হচ্ছে, মানুষও বলা হচ্ছে, ইটস নট এ ডেরোগেটারি টার্ম।

সীমা হেসে ফেলল। জিনের গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, কথার কায়দা জানেন বটে।

—কথাতেই ম্যাজিক থাকে হে। শব্দই ব্রহ্ম। রজত নন্দী ঢুলুঢুলু চোখে হাসছে—আমি লাইফে সাতষট্টিটা রেপ কেস করলাম, এর একশো ভাগের এক ভাগও পাবলিসিটি পাইনি। বলতে বলতে সমীরণের পিঠে একটা জোর চাপড় মারল, সমীরণ, একটা কথা শুনছিলাম। কথাটা কি সত্যি?

—কী দাদা?

তুমি নাকি এই বার সিঙ্গারের কেসটা বিনা পয়সায় করে দিয়েছ?

সমীরণ কাছে এসে ফিসফিস করল, বিনা পয়সায় কেন দাদা! এই যে পাঁচ ছ মাস ধরে খবরের

www.MurchOna.com
কাগজে নাম বেরোল, সেই পাবলিসিটিটার হিসেব করুন।

—ক্লায়েন্ট বাড়ছে?

—উপচোচ্ছে।

—এই মওকায় ফিজটাও তবে বাড়িয়ে নাও। আমি তো তিনটে ডাকাতকে খালাস পাইয়ে ফিজ ডবল করেছিলাম।

সমীরণ শব্দ করে হেসে উঠল, সেকি আমাকে বলতে হবে দাদা।

হাসির হিল্লোল উঠছে চারদিকে। খুশির জোয়ার বইছে। ঈর্ষার এক চোরা স্রোতও বইছে যেন।

ঊর্মি দেখছিল। ঊর্মি শুনছিল। পিন পিন করে কাঁটা ফুটছিল বুকে। একরাশ ধূর্ত মানুষের মাঝে নিজেকে বড় ভোঁতা ভোঁতা ঠেকছিল ঊর্মির। তবু হাসি ধরে রাখতে হয় ঠোঁটে। তবু বরণ করতে হয় স্বামীর অতিথিদের। লাস্যে বিভঙ্গে মোহিত করতে হয় সকলকে। নিয়ম।

পার্টি ভাঙল সাড়ে এগারোটায়।

টুবলু ঘুমিয়েছে কিছু আগে, মণ্টু ধনঞ্জয়রা দোতলা সাফসুতরো করে এই মাত্র নেমে গেল।

সাজ বদলাচ্ছিল ঊর্মি। রামসীতাকে পরিপাটি ভাঁজ করে তুলে রাখল ওয়াড্রোবে। সমীরণও স্যুট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। তার আজ ক্লান্তি নেই, নেশা নেশা চোখে সিগারেট টানছে বিছানায় শুয়ে। লম্বা হাই তুলে বলল, এসিটা একটু জোর করে দাও তো।

ঊর্মি ঘরটাকে আরও হিমেল করে বিছানায় এল, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।

—কী কথা?

—আজ দুপুরে তোমার ক্লায়েন্ট এসেছিল।

— ক্লায়েন্ট? দুপুরে! সে আবার কে?

—যার জন্য তোমার আজ এই উৎসব। রিয়া।

সমীরণ সোজা হয়ে বসল, রিয়া এসেছিল এখানে! কেন?

—আমার সঙ্গে দেখা করতে।

—স্ট্রেঞ্জ! সমীরণ সঙ্গে সঙ্গে গোমড়া হয়ে গেছে, এই জন্যই বলে মেয়েছেলেদের বিশ্বাস করতে নেই।

ঊর্মি যেন ইলেকট্রিক শক খেল সহসা।

—বার বার করে বলে দিয়েছিলাম এ বাড়ির ছায়া না মাড়াতে! একদিন আসার সুযোগ পেয়েই এখানে সিন্‌ক্রিয়েট করে গেছে...! কী বলল তোমায়?

—তেমন কিছু নয়। কৃতজ্ঞতা জানাল। এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। আমাকে একটা শাড়িও দিয়ে গেছে।

—হাউ ডেয়ার শি...! তুমি ওর শাড়ি নিয়েছ?

—বারে, তোমার ক্লায়েন্ট আমাকে গিফট দিতে পারে না! সেবারই সেই লোকটা একটা সাড়ে চার ভরির নেকলেস দিল!

—তার সঙ্গে তুমি ওই বারোভাতারি মেয়েটার তুলনা করছ!

—তুলনা তো করিনি। ঊর্মি থেমেও থামল না, সে ছিল স্মাগলার, আর এ একটা রেপ্ ভিক্টিম...!

— তর্ক কোরো না। ও শাড়ি তুমি কালই ফেলে দেবে।

ঊর্মির মুখে ছায়া নামল। মাথাটা অসম্ভব ধরে গেছে, বাথরুমে গিয়ে জল দিয়ে এল ঘাড়ে গলায়। তারপর বিছানার একেবারে ধার ঘেঁষে চুপটি করে শুয়ে পড়ল।

নীল রাতবাতি জ্বলছে ঘরে। নাইটল্যাম্প নয়, যেন চাঁদের কিরণ। যেমনটি ছিল সেই রাতে যে দিন প্রথম ঊর্মিকে রিয়ার কথা বলেছিল সমীরণ। যেমনটি থাকে প্রতি রাতে সমীরণ আর ঊর্মিকে ঘিরে।

সমীরণ হঠাৎ ছুঁল ঊর্মিকে, রাগ হয়ে গেল নাকি?

ঊর্মি নিরুত্তর।

—এমন রাতটা আমরা সেলিব্রেট করব না? ঊর্মির কাঁধ ধরে টানল সমীরণ।

ঊর্মি নিজেকে ছাড়িয়ে আবার উলটো পাশ ফিরে শুল।

www.MurchOna.com

—হল কী? অত মেজাজ কীসের? ঘোরো।

উর্মিকে এক রকম জোর করেই কাছে টেনে নিল সমীরণ। প্রবল আশ্লেষে চুমু খেল। উর্মি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই চেপে ধরল তার দুটো হাত। মুখ দিয়ে টেনে টেনে খুলছে উর্মির রাতপোশাক।

উর্মি হিসহিসিয়ে উঠল, ভাল লাগছে না। আমাকে ছেড়ে দাও।

—বললেই হল সখি? আমার যে এক্ষুনি তোমাকে চাই।

—আমার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? তুমিই না বলেছিলে ফোর্সিবল সহবাস ইজ রেপ?

অট্টহাসি হেসে উঠল সমীরণ, দারুণ বলেছ তো। এরকম একটা ম্যারিটাল রেপের কেস পেলে রজতদার সব দুঃখ ঘুচে যেত। যা পাবলিসিটি পেত না! উল্লসিত সমীরণ একটা বরফের শরীর ঘেঁটে চলেছে, কীগো একটা কেস ফাইল করবে? সেকশান থ্রি সেভেনটিসিক্স? দু বছর অবধি সাজা হয়।

অজান্তেই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে এল উর্মির। মনে মনে বলল, আমরা কি তা পারি! আমরা যে সব ভাল মেয়ে। রিয়াদের মতো বুকের পাটা আমাদের কোথায়!

উর্মির গোপন অশ্রু দেখতে পেল না সমীরণ।

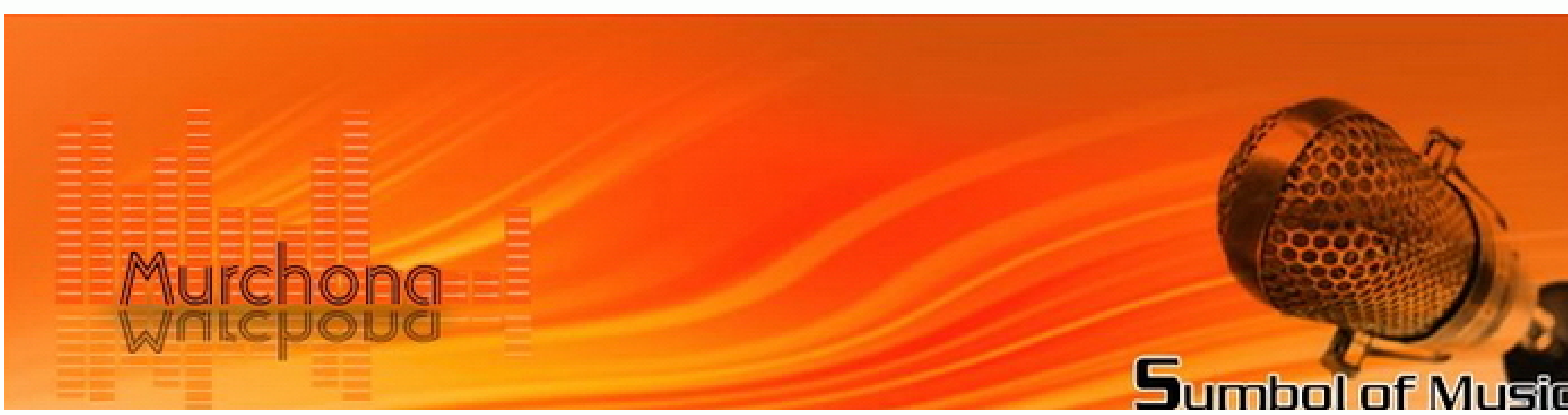

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com